যুগান্তর

তারিখ 29 MAR 2009

দাখিল আলিমে ইংরেজি ও বাংলায় ২০০ নম্বরের কোর্স চালু হচ্ছে

মুশতাক আহমদ

আগামী বছর থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল ও আলিম পর্যায়ে বাংলা এবং ইংরেজিতে ২০০ নম্বরের কোর্স চালু হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, নতুন করে ২০০ নম্বর বাড়লে সে ক্ষেত্রে নতুন সিলেবাস ও কারিকুলাম কেমন হবে তাও ঠিক করা হয়েছে। সার্বিক বিষয়ে তৈরি করা প্রস্তাবনা সরকারের কাছে রয়েছে। নতুন সিলেবাস প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী এখন বই প্রকাশ করা হবে। চেয়ারম্যান জানান, সার্বিক বিষয়টি ৩০ মার্চ নির্ধারিত আরেকটি সভায় চূড়ান্ত হবে। এদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারে আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তার এডিবি, আইডিবি এবং বিশ্বব্যাংকসহ বিদেশী বিভিন্ন সংস্থা এগিয়ে এসেছে। বোর্ড চেয়ারম্যান জানান, সংস্কার আর আধুনিকায়ন যা-ই করা হোক, ইসলামী শিক্ষা এবং মূল স্পিরিট 'ক্ষুণ্ন' হবে না— এ নিশ্চয়তা পেলেই স্টেকহোল্ডার তথা আলেমরা গ্রহণ করবেন। তাই সংস্কারে তারা এ বিষয়টি সামনে রেখেছেন। মাদ্রাসা বোর্ডের শিক্ষার্থীরা বর্তমানে ১০০ নম্বর করে ২০০ নম্বরের মধ্যে বাংলা ও ইংরেজি বিষয় অধ্যয়ন করছে। বিপরীত দিকে স্কুলে ২০০ নম্বর করে ৪০০ নম্বর পড়ানো হয়। যে কারণে চলতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে মাদ্রাসা পাস করা শিক্ষার্থীদের ভর্তিতে বাধা দেয়ার মতো শর্তারোপ করা হয়। ২১ ডিসেম্বর বোর্ড মাদ্রাসা অধ্যক্ষদের ডেকে এক সভায় মিলিত হয়ে দাখিল ও আলিম পর্যায়ে ২০০ নম্বর করে ৪০০ নম্বরের বাংলা-ইংরেজি চালুর নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়। বর্তমানে মাদ্রাসার দাখিল এবং সাধারণ শিক্ষার এসএসসি এই উভয় পর্যায়ে ১১০০ নম্বরের পরীক্ষা হয়। মাদ্রাসায় ইসলামী শিক্ষার বিষয় হিসেবে কোরআন, হাদিস, ফিকাহ, আরবি প্রথম এবং দ্বিতীয়পত্র। এগুলো প্রত্যেকটি ১০০ নম্বরের। এছাড়াও আবশ্যিক বিষয় হিসেবে গণিত, ইংরেজি, বাংলা, সমাজবিজ্ঞান ও ইসলামের ইতিহাস পড়ানো হয়। অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে পৌরনীতি, পার্হস্থ্য অর্থনীতিসহ অন্যান্য ইসলামিক বিষয় রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর-মাউশি সূত্র জানিয়েছে, নতুন ব্যবস্থা চালু হলে ইসলামের ইতিহাস বিষয়টি থাকবে না। দাখিল : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

দাখিল : আলিম

এটি সমাজ বিজ্ঞানের সঙ্গে একীভূত হবে। সে ক্ষেত্রে মাদ্রাসার ক্ষেত্রে ১১০০-এর পরিবর্তে ১২০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। এটা মানবিক শাখার ক্ষেত্রে। বিজ্ঞান শাখায়ও একইভাবে ১০০ নম্বর বেশি পড়তে হবে। মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান জানান, এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সামান্য কষ্ট হবে। তবে সাধারণ শাখার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আসতে সামান্য বেশি কষ্ট করতেই হবে।

এদিকে মাদ্রাসা বোর্ডের সিলেবাস আধুনিকায়ন ও সংশোধন করতে গিয়ে নতুন একটি সংকট সৃষ্টি হয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। তারা বলেছেন, মাদ্রাসা বোর্ডে আগে দাখিল স্তরে ভূগোল এবং অর্থনীতি বিষয় আবশ্যিক হিসেবে পড়ানো হতো। কিন্তু এ বিষয় দুটো বর্তমানে অতিরিক্ত বিষয় হিসেবেও নেয়ার সুযোগ নেই। এর ফলে শিক্ষার্থীরা সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের একটি শাখায় কম জানছে। পাশাপাশি এসএসসিতে যেখানে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক সমাজবিজ্ঞান আর মানবিকের শিক্ষার্থীদের সাধারণ বিজ্ঞান পড়তে হচ্ছে, সেখানে দাখিলে এ সুযোগ নেই। সিলেবাস সংশোধনকালে এ বিষয় দুটো বিশেষ নজরে রাখার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান জানান, আগামী বছর এ কোর্স চালু হলে ২০১২ সালে শিক্ষার্থীরা নতুন সিস্টেমে পরীক্ষায় অংশ নেবে। কেননা শিক্ষার্থীদের না পড়িয়ে পরীক্ষায় বসানো যায় না।